R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশন
ইত্যাদি অনুষ্ঠানের
নানা ডিজাইনের কার্ডের
একমাত্র প্রতিষ্ঠান
কার্ডস্ কেয়ার
রঘুনাথগঞ্জ
ফোন : ৬৬-২২৮

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ( দাদাঠাকুর )

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ :: ফোন নং-৬৬-২২৮

৮২শ বর্ষ
২য় সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৯ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০২ সাল।
২৪শে মে, ১৯৯৫ সাল।
নগদ মূল্য : ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

## আমরা ১৬টি আসনে জিতছি-মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য

বিশেষ প্রতিনিধি : গত ২০মে পুর নির্বাচন সম্পর্কীয় এক সাক্ষাৎকারে সি পি আই (এম) নেতা ও বর্তম ন পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য জঙ্গিপুর পুর এলাকায় গত পাঁচ বছরে বামফ্রন্টের পুর বোর্ড যে সব উন্নয়নমূলক কাজ করেছে তাঁর এক দীর্ঘ তালিকা পেশ করেন। চেয়ার-ম্যান বলেন পশ্চিমবাংলার যে কোন পুরসভার সঙ্গে তুলনা করলে উন্নয়ন কাজে জঙ্গিপুর পুরসভা গর্ব করতে পারে। গত পাঁচ বছরে এই পুরসভায় ৮৬ লক্ষ টাকার কাজ হয়েছে—যা এক রেকর্ড বলে মনে করেন মৃগাঙ্কবাবু। এছাড়া বহু প্রকল্পের কাজ এখনও চলছে। উন্নয়নমূলক কাজ বলতে সদরঘাটে লজ নির্মাণ, শহরের প্রায় সমস্ত খাটা পায়খানা তুলে স্যানিটারী করা, পুর এলাকায় বিভিন্ন বিদ্যালয় গৃহের সংস্কার, পুর প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ, বিভিন্ন রাস্তাঘাটের সংস্কার, গঙ্গার পাড়ে স্নানঘাট নির্মাণ, মার্কেট ( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

### নির্বাচনী চিত্র শেষ পর্য্যায়—
## পুর নির্ব্বাচনে বামফ্রন্ট বোর্ড গঠনের দিকে এগিয়ে চলেছে

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুর নির্বাচন পরিস্থিতি প্রায় শেষ পর্যায়ে। এবারের নির্বাচনী চিত্রে একটা কথা পরিষ্কার যে মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতা রীতিমত উচ্চ পর্যায়ে পৌঁচেছে। তার ফলে দলগতভাবে মিছিল মিটিং পথসভা সাধারণ নির্বাচনের মতই উত্থাল। এর থেকেই বোঝা যায় এবার মানুষ বাম ডান একটা দলকেই বেছে নেবে। নির্দল যা দু'একটা জয়ী হবে তাও বাম বা ডান যে কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থন পুষ্ট হলে তবে। ওয়ার্ড অনুযায়ী চিত্র বর্তমানে যা ফুটে উঠেছে তাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১ ও ২নং ওয়ার্ডে এ কংগ্রেস, সিপিএম এর মধ্যে যে প্রতিযোগিতা হবে তাতে সিপিএম ঐ অঞ্চলের জনগণের উপর তাদের প্রভাব ফেলতে সফল হয়েছে বলেই দেখা যায়। কেন না ঐ ওয়ার্ড দুটির আশ পাশ গ্রাম পঞ্চায়েত সবই সিপিএমের দখলে। এই রাজনৈতিক ( ৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে চোরা গুদাম ভস্মীভূত

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্প্রতি বিকেলে রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের তেঘরী বাজারের পাশে জাতীয় সড়কের দক্ষিণে হাসপাতাল লাগোয়া একটি বাড়ী ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রভূত ক্ষতি হয় বলে জানা যায়। খবর ওই বাড়ীটি বাংলাদেশে কেরোসিন, পেট্রোল পাচারকারীদের গোপন গুদাম ছিল। আগুন লাগার কারণ সম্বন্ধে জানা যায় কেরোসিন ও পেট্রোল পাচারের সময় অসাবধানতাবশতঃ কেউ ধূমপান করতে গেলে তেল ভর্তি পিপেতে আগুন ধরে যায়। প্রচণ্ড শব্দে পিপেগুলি ফাটতে থাকে। কালো ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকারে ঢেকে যায়। ঐ লেলিহান শিখা পার্শ্ববর্তী খামরা ডাকঘরকেও স্পর্শ করে। তবে ডাকঘরের কোন ক্ষতি হয়নি বলে প্রকাশ। অন্যদিকে পার্শ্ববর্তী একটি আম বাগানেও আগুন ধরে গিয়ে বেশকিছু ফলভর্তি গাছ পুড়ে যায়। ভীতসন্ত্রস্ত মানুষজন আগুন নেভানর তাগিদে মেতে উঠে। তথাপি আগুন নেভাতে ৩/৪ ঘণ্টা সময় লাগে। এর মধ্যে খবর পেয়ে ( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## নৃশংসভাবে গৃহবধূ খুন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২০ মে সকাল ৮টা নাগাদ স্থানীয় থানার বাইন্দা গ্রামে এক গৃহবধূ নাগরী মণ্ডল (২৬), তাঁর সতীন তুলসী মণ্ডল (৩০), স্বামী স্বপন মণ্ডল (৩৩) এবং দেওর খোকন মণ্ডল (২৬) দ্বারা নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন। নাগরী মণ্ডলকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে আনার পর দু'ঘণ্টার মধ্যে তিনি প্রাণ হারান। মৃতার দেওর পলাতক, পুলিশ তাঁকে খুঁজছে এবং মৃতার শ্বশুর হারাধন মণ্ডল, (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

## অত্যাচারের অভিযোগে কংগ্রেসের ডেপুটেশন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২০ মে কংগ্রেস এক বিরাট মিছিল করে তাদের কর্মীদের উপর বামফ্রন্টের সমর্থকরা অন্যায় অত্যাচার চালাচ্ছে—এই অভিযোগে স্থানীয় থানায় একটি ডেপুটেশন দেন। কংগ্রেসের অভিযোগ ৮, ১৩ ও ১৫নং ওয়ার্ডে বামফ্রন্ট সমর্থকরা কংগ্রেসের বাড়ী ভাঙ্গচুর করেছে এবং যেখানে সেখানে কংগ্রেস কর্মীদের ভীতি প্রদর্শন করছে ও শাসাচ্ছে। ঐ দিন রাতেই ১৫নং ওয়ার্ডের কংগ্রেস প্রার্থী অশোক সাহা তাঁরই এক ( ৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## সাগরদীঘি বিদ্যুৎ বিভাগের যা খুশি করো মনোবৃত্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা : ছয় থেকে আট মাস মিটার রিডিং নেই, ছ'মাসের বিদ্যুতের বিল তিন মাসে করে দিয়ে সবগুলো একুশ দিনের মাথায় জমা দেবার তুঘলকী কারবার চালাচ্ছেন সাগরদীঘি বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র। মিটার না দেখে গৃহে ব্যবহৃত বিদ্যুতের ক্ষেত্রে চল্লিশ ইউনিটের বেশী খরচ ধরে বিল করা হচ্ছে। যাঁরা পূর্বে বিল জমা দিয়েছেন, তাঁদের নামেও পুনরায় ( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
বাজিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০২ সাল

## কংগ্রেস পুনরায় ভাঙ্গিল

বেশ কয়েক মাস ধরিয়া অর্জুন সিংহের কংগ্রেস হইতে বিতারণের পর কংগ্রেস দল ভাঙ্গনের দোলায় দুলিতেছিল। উত্তর প্রদেশের জবরদস্ত কংগ্রেস নেতা এম, ডি, তেওয়ারী প্রায় প্রকাশ্যে কংগ্রেস সভাপতির ওই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করিয়া আসিতে ছিলেন ও অর্জুন সিং-এর বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার করিবার জন্য চাপ সৃষ্টি করিতে-ছিলেন। সম্প্রতি বিদ্রোহী এই দুই নেতা কিছু সাংসদ ও কংগ্রেস সভ্যকে লইয়া এক সমাবেশে নেতৃত্ব বদলের জন্য সোচ্চার হন। তাঁহারা প্রকাশ্যেই প্রচার করিতেছিলেন রাজীবের পত্নী সোনিয়ার আশীর্বাদপুষ্ট তাঁহারা। ফলে দল ভাঙ্গনের শেষ সীমায় আসিয়া দাঁড়ায়। অবশ্য সোনিয়া গান্ধী উভয় পক্ষকেই একটি সমঝোতায় উপনীত হইতে সচেষ্ট হয়েন, যাহাতে এই মুহূর্তে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া না পড়ে। কেননা আগামী বৎসর সাধারণ নির্বাচন হইবে। নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে দলের ভাঙ্গন হইলে কেন্দ্রীয় শাসন কর্তৃত্বে রদবদল হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হইবে। কিন্তু অর্জুন বা তেওয়ারীর সঙ্গে রাওয়ের বিবাদ হত না নীতিগত তাহার অধিক ক্ষমতালিপ্সা। সেই কারণেই আপন আপন ইচ্ছাকে দৃঢ় করিতে ওই দুই নেতৃত্ব সাধারণ সদস্যদের রাওয়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার নেশায় মাতিয়া উঠেন। ফলে শেষক্ষণে ভাঙ্গনের বিপদ উপলব্ধি করিয়া এবং সোনিয়ার চাপে নরম মনোবৃত্তি গ্রহণ করিয়াও সাধারণ সদস্যদের চাপে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করিয়া নারায়ণ দত্ত তেওয়ারীকে কংগ্রেস সভাপতি করিয়া এবং বিক্ষুব্ধ নিজেদেরকেই প্রকৃত কংগ্রেস বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হলেন। শেষ পর্যন্ত নরসিংহ রাও বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া দলের ও নিজের সম্মান রক্ষা করিতে তেওয়ারীকে ছয় বছরের জন্য দল হইতে বহিষ্কারের আদেশ জারী করিলেন। দল এইবার ভাঙ্গিলই। এবং এমন এক সময়ে ভাঙ্গন ঘটিল যাহাতে আগামী সাধারণ নির্বাচনে এই ভাঙ্গনের প্রভাব অবশ্যই পড়িবে। এমনকি বর্তমানে যে কয়েকটি উপনির্বাচন রাজ্যে রাজ্যে হইতেছে তাহাতেও ভোটদাতাগণকে কংগ্রেসকে ভোট দানের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত করিয়া তুলিবে। সম্মুখে মে ও জুন মাসে পুর-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে। তাহার উপরও এই ভাঙ্গনের প্রতিফলন হইবেই। প্রশ্ন জাগিবে কংগ্রেসের যে নেতৃত্ব প্রার্থীদের পরিচালনা করিতেছেন তাঁহারা কাহারা। নরসিংহ রাও গোষ্ঠীর না অর্জুন সিং, এন, ডি তেওয়ারী গোষ্ঠীর। যদিও সুদূর পঃ বঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দিল্লীর ভাঙ্গনের প্রভাব পড়িবে না বলিয়া স্থানীয় কংগ্রেসীরা মনে করিতেছেন, তথাপি সাধারণ মানুষের মনে দ্বিধা কিছুটা জাগিবেই এবং কংগ্রেসের সম্মানের আসন জনমনে আলোকজ্জ্বল থাকিবে না। এবং এই দ্বিধাগ্রস্ততার সুযোগ অন্যান্য বিরোধী দল লইবেই। মানুষ-জনের কাছে ভোটারদের সম্মুখে তাঁহারা এই প্রশ্ন অবশ্যই তুলিবে কংগ্রেস দল যেখানে ক্ষমতা দখলের প্রশ্নে নেতায় নেতায় বিরোধীতা করিয়া টুকরা টুকরা হইয়া যায়, সেখানে তাঁহাদের নিম্নস্তরের নেতারা পুরবোর্ডে সক্ষম পাইলেও ঐক্যবদ্ধ হইয়া বোর্ড পরিচালনায় সক্ষম হইবেন কেমন করিয়া। পুর নির্বাচনের এই ক্ষণে দিল্লী কংগ্রেসের ভাঙ্গন সে কারণে পুর নির্বাচনে বেশ ভাল-ভাবেই প্রভাবিত করিয়া কংগ্রেসের জয়ের বাধা সৃষ্টি করিবেই।

## তবু রঙ্গে ভরা/নির্বাচনী ছড়া

নির্বাচনী প্রচারে কিছু ছড়া শোনা যাচ্ছে। দল ও প্রার্থীদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সেগুলির কিছু প্রকাশ করলাম। এগুলিকে নিছক রঙ্গরস বলেই বিবেচনা করবেন আশা করি। —প্রকাশক

১) কংগ্রেস ঃ হাত নেড়ে বলেন প্রার্থী মিস্।
ওরে কাস্তে ধানের শিস্।
তোর বাক্সে দেবে ভোট।
কে আছে 'ফুলিস'।

২) সি পি আই ঃ হাতের বড়াই করিস না আর
শুকনো হাতে হয় না মুঠি।
পাঁচ আঙ্গুল নয়কো সমান
বেঁধেই চলে 'খুনসুটি'॥

৩) দু পাহাড়ের মাঝখানে।
সূর্য্য উঠে আসমানে।

৪) সাইকেলের দিন নাইরে
বাজাজ এসেছে।
বাদ দিতে সাইকেলে তাই
সবাই সেজেছে।

৫) ভোট দাও ভোট দাও দাও পদ্ম ফুলে।
বললেই কি সাধ করে কেউ নামে
গভীর জলে।

৬) কৃষকের কাস্তে শ্রমিকের হাতুড়ী,
শ্রমিক কৃষাণ নিয়ে তাই করছো বাহাদুরী।
হাত না হলে কোন কাজে লাগে না যে
কাস্তে।
বলি তাই ভোট দাও কংগ্রেসের হস্তে।

৭) যতই আশা করবে ভাই
কংগ্রেস তোমার দিন গিয়েছে।
কাটা হাত হয়েছে সার
জোড়া বলদ গরু বাছুর সব গিয়েছে॥

৮) গরু বাছুর জোড়া বলদ
বাংলাদেশে চালান।
ও হাতেতে হচ্ছে দেখ
হুঁশিয়ার সবাই সাবধান॥

৯) বাঘের বাচ্চা কেড়ে নিয়ে
ধরিয়ে দিল লাঙ্গল।
বাবুর হাতে পড়ে লাঙ্গল
চাষের জমি জঙ্গল॥

১০) আর এস পির চিহ্ন দেখে
হাসছে যত মুনিষ।
বাবুর হাতে কোদাল বেলচা
কাজ কারবার ফিনিশ॥

১১) বলছে ডেকে বি জে পি,
ভারত গেলে তোমার কি,
হিন্দুস্থান কায়েম করো
এসো অন্য জাতে কবর দি।

১২) দলের কথায় কান দিও না
মানুষ দেখে ভোট দাও।
সৎ মানুষে ভোট দিয়ে
পুর আসনে বসাও॥

## নার্সিং ষ্টাফরা কাজ বন্ধ করলেন

রঘুনাথগঞ্জ ঃ মহকুমা হাসপাতালের ফেডা-রেশন অন্তর্ভুক্ত নার্সিং ষ্টাফরা বিভিন্ন দাবী নিয়ে ৩ ঘণ্টার জন্য গত ২ মে কাজ বন্ধ রাখেন। সিজওয়ার্ক আরম্ভ করলে তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন ডাঃ আসামুদ্দিন, ডাঃ মনোরঞ্জন চৌধুরী, ডাঃ সনৎ ঘোষ প্রমুখ। আলোচনায় শেষ পর্যন্ত সিজওয়ার্ক প্রত্যাহৃত হয়। নার্সিং ষ্টাফরা এসডিএমও এবং সি এম ও এইচের কাছে ডেপুটেশনও দেন। তাঁদের দাবীর মধ্যে প্রধান ছিল নার্সিং হোষ্টেলে নিরাপত্তার অভাব, ঘরগুলি সংস্কার না করা প্রভৃতি।

## বোর্ড গঠনের দিকে এগিয়ে চলেছে

( ৩য় পৃষ্ঠার পর )

তাঁরা এও জানেন ১৯নং এ সন্ধ্যাকে জেতাতে গেলে মুক্তিবাবুকেও ২০নং এ জেতাতে হবে। অবস্থা এমন এ দুটির মধ্যে একটা এসইউসিও পেয়ে যেতে পারে। কংগ্রেস ১৯নং এ পরি-শ্রম করছে খুব। কিন্তু শুধু শহর নিয়ে এই অবস্থানে জয়লাভ কঠিন। মোটামুটি সমস্ত ওয়ার্ড বিশ্লেষণ করলে দুটি চিত্র ধরা পড়ে। কংগ্রেস ২০টির মধ্যে বড়জোর ৬/৭টি আসন পেতে পারে। বিজেপি, এসইউসি একটি করে পাবার আশা করতে পারে। এবং শেষ পর্যন্ত বামজোট পাবে ১১/১২টি আসন আবার বিজেপি, এসইউসি কোন আসন নাও পেতে পারে। সেক্ষেত্রে কংগ্রেস ও বামের মধ্যে আসন দাঁড়াতে পারে ১৪ এবং ৬ অথবা ১৩ এবং ৭।

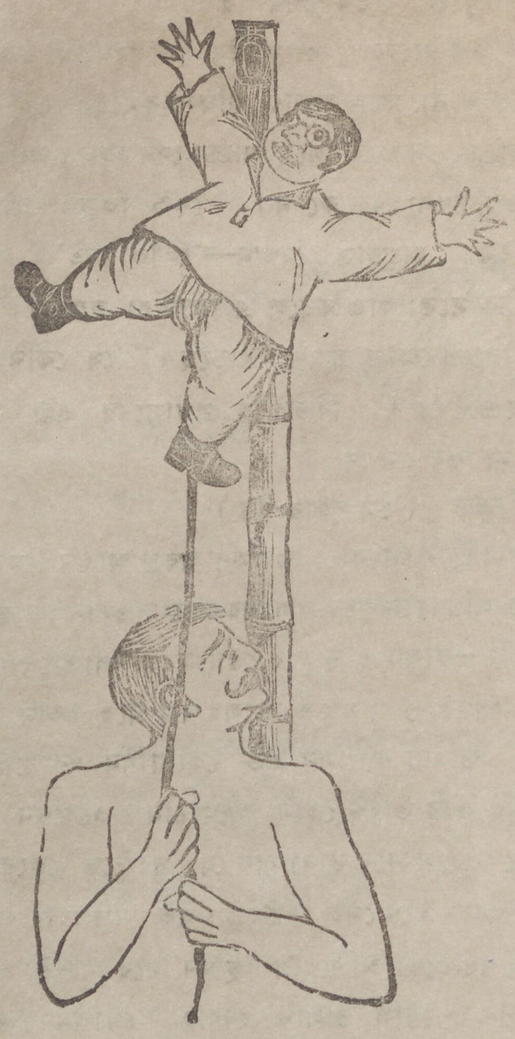

নির্বাচন সময়েতু

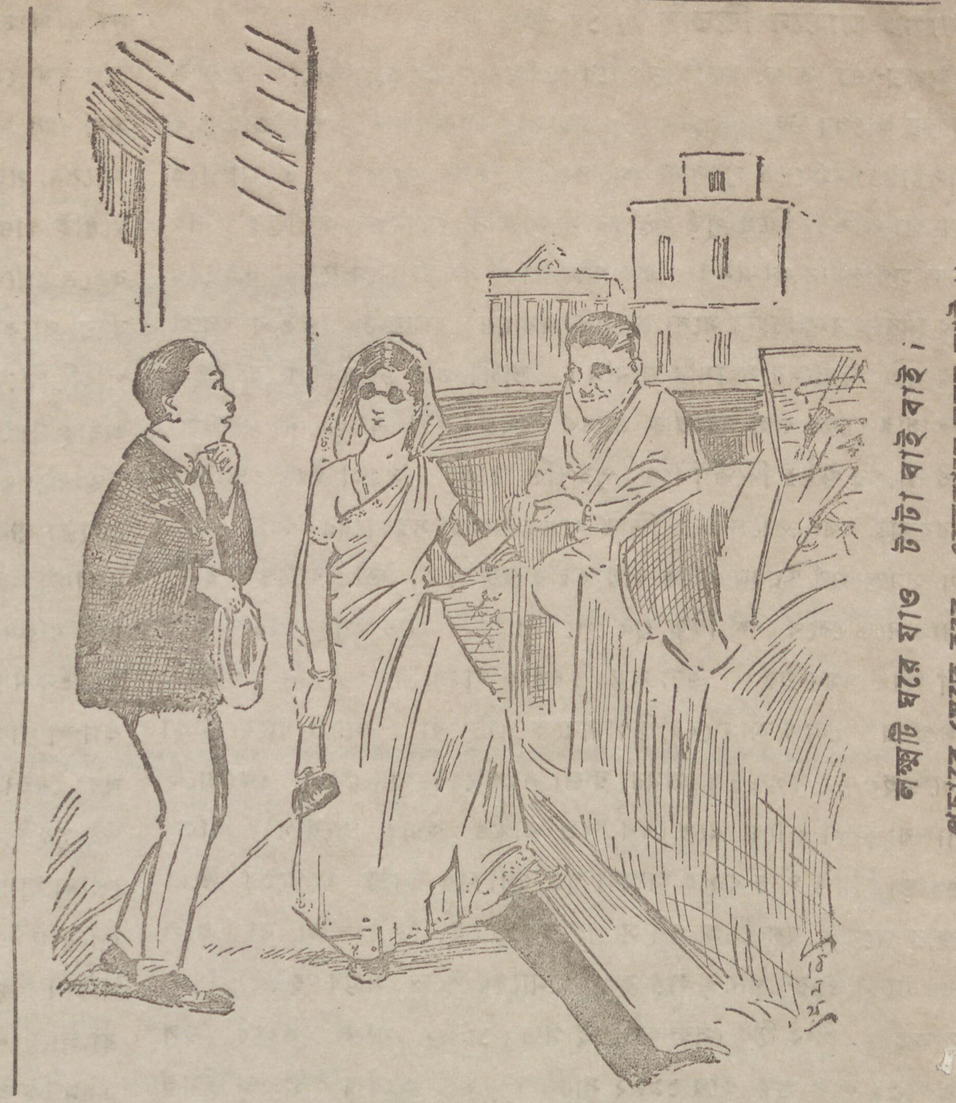



নেতার হাতে সুতোর টানে। প্রার্থী নাচে নির্বাচনে।।



লক্ষ্মীটি ঘরে যাও টাটা বাই বাই।
প্রচারে যেতে হবে একেবারে সময় নাই।।

## বোর্ড গঠনের দিকে এগিয়ে চলেছে

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

প্রভাব বেশ কিছুটা এসে পড়েছে ৪ নং এও। ৭ নং ওয়ার্ডে সরাসরি প্রতিযোগিতায় পূর্ব পূর্ব বারের মত এবারেও শেষ পর্যন্ত সিপিএম জিতে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও এখানে প্রাক্তন বিধায়ক হবিবুরের প্রভাবে কংগ্রেসও দুর্বল প্রতিযোগী নয়। ৬নং, ৯নং এর মধ্যে ৬নং এ কংগ্রেসের পাল্লা ভারী মনে হলেও সিপিএম লড়াই দেবে হাড্ডাহাড্ডি। ৯নং এ লড়াই ত্রিমুখী। বিজেপি এখানে লড়াই দিলেও মূলতঃ লড়াই হবে কংগ্রেস সিপিএমের মধ্যে। ১০নং, ১১নং এ বাম ডান সরাসরি এড়াই এ এখন পর্যন্ত বামের পাল্লা ভারী বলেই মনে হয়। ১৩নং ওয়ার্ড ঘুরে মনে হয়েছে এখানে প্রয়াত লুৎফল হকের শ্যালক কন্যা কংগ্রেসের রোজী সুলতানার অবস্থা ভাল। বিজেপি ও এস ইউ সি ভোটে ভাগ বসাতে পারলে অবস্থার হেরফের যে না হতে পারে তা নয়। তবে যে কোন অবস্থাতেই কংগ্রেস ও সিপিএমের মধ্যেই জয় পরাজয় ঠিক হবে। ১৪নং এর ক্ষেত্রে যে সেন্টিমেন্ট উঠেছে তাতে হিন্দু গরিষ্ঠ ভোট অঞ্চল এই ওয়ার্ডে বিজেপির অবস্থা এখনও ভাল। তবে হিন্দু সেন্টিমেন্টের ভীতিতে যদি মুসলীম ভোট একাট্টা হতে বাধ্য হয় তবে একমাত্র মুসলীম প্রতিনিধি সিপিএমের গজনভির জয় কেউ ঠেকাতে পারবে না। এবং সেক্ষেত্রে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হবে সিপিএম বিজেপির মধ্যে। এই ওয়ার্ডে এসইউসির প্রতিনিধি মোটামুটি ভাল ভোট টানবেন বলে মনে হয়।

১৬নং ওয়ার্ডে কংগ্রেসের জোৎস্না ব্যানার্জী ক্রমশঃ যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে উঠে আসছেন। এখানে সিপিআই, কংগ্রেস, বিজেপি ছাড়াও তিনজন নির্দল প্রার্থী। তবুও মূলতঃ ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। কিন্তু বিজেপি যদি বেশী ভোট টানে তাহলে কংগ্রেসের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। ১৭নং এ ফঃ ব্লক প্রার্থী গৌতম রুদ্রকে হারাতে কংগ্রেসের সূর্যনারায়ণ ঘোষাল সর্বশক্তি নিয়ে আসরে নেমেছেন। তার প্রমাণ একটি প্রচারপত্র। নিজের নাম দিয়েই সেটি তিনি প্রকাশ করেছেন। প্রচারপত্রের শিরোনামে রয়েছে জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের প্রতি এতদ্ঞ্চলের জনসাধারণের কিছু কথা। তাতে যে ৫টি দুর্নীতির অভি-যোগ তোলা হয়েছে তার সবকটি তীরই জনৈক ফঃ ব্লক কমিশনারের দিকে নিবদ্ধ। এই প্রচারপত্রের লিখিত অভিযোগগুলি সম্বন্ধে সচেতন ভোটারদের বক্তব্য—সূর্য-নারায়ণ ঘোষাল নিজে একজন কমিশনার। তিনি ঐ দুর্নীতির বিরুদ্ধে এতদিন কেন চুপ-চাপ ছিলেন। এই অভিযোগ কমিশনারদের সভায় পেশ করেননি কেন। কেনই বা জন-সাধারণের সামনে এতদিন তুলে ধরেননি। তাই ভোটের মুখে এই ধরনের প্রচার কতটা কার্যকরী হবে এটাই দেখার। তবে এখানে গৌতম রুদ্রকে জয় আনতে হিমসিম খেতে হবে। এখানে মূলতঃ লড়াই হবে দ্বিমুখী। কংগ্রেস ও ফঃ ব্লকের মধ্যে। ১৯নং এর মহিলা আসন এবং ২০নং আসনটির চিত্র সমস্ত ওয়ার্ডের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ। এখানে লড়াই রীতিমত জমজমাট। ১৯নং ওয়ার্ডে এসইউসির নিজস্ব ভোটার 'হঠাৎ কলোনীতে' প্রায় সবটাই পাঁচশোর মত। ওদিকে ২০নং এর যে পঞ্চায়েত অংশ পুর এলাকায় এসেছে সেখানে এসইউসির সদস্য ছিলেন দুজন। সে কারণে ওখানে এসইউসি একটি ফ্যাক্টর। অতএব লড়াই ওই দু' ওয়ার্ডেই হবে হাড্ডা-হাড্ডি। এই দুটি ওয়ার্ডের প্রার্থী হিসাবে এস ইউ সির শক্তি বড় কম নয়। তবে ১৯নং এ শহর এলাকা বাদে হাসপাতাল এবং গঙ্গা ব্যারেজের একটি বড় অংশ বাম সমর্থক। এই কারণে বামের সম্ভাবনাই বেশী। ২০নং এ আরএসপি প্রার্থী মুক্তি ধর পঞ্চায়েতের সহ-সভাপতি ছিলেন। তিনি পরিশ্রম করছেন দৃঢ়ভাবে। সিপিএম তথা মৃগাঙ্কবাবু মুক্তি-বাবুর হয়ে প্রাণপণে খাটছেন। এখানে তাঁরা মুক্তিবাবুকে জিতিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর।

( ২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## কংগ্রেসের ডেপুটেশন

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে মারধোর, ভীতি প্রদর্শনের বিরুদ্ধে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ পেশ করেন। আমাদের প্রতিনিধি—বামফ্রন্ট শহরে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে কিনা, প্রশ্ন করলে ওসি প্রবীর রায় জানান, কংগ্রেসের অভিযোগ বড়ই মামুলি। প্রত্যেকবার নির্বাচনের আগে শহরে যেমন ছোটখাটো গণ্ডগোল হয়ে থাকে সেরকমই কিছু হচ্ছে। তবে বাড়ী ভাঙ্গচুরের কোন খবর নাই। তবে ৮ এবং ১৩নং ওয়ার্ডে কিছু উত্তেজনা আছে। তাই সেখানে আমরা বিশেষ নজরদারীর ব্যবস্থা করেছি।

**যোলটি আসনে জিতছি** ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

কমপ্লেক্স-এর কাজ, গঙ্গার দু'পারে শ্মশানে স্থায়ী চুল্লী নির্মাণ প্রভৃতি বিভিন্ন কাজের উদাহরণ দেন। এছাড়া রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে বাসষ্ট্যাণ্ড নির্মাণেও পুরসভা আগামীতে হাত দেবে। এ ব্যাপারে জায়গা পাওয়া নিয়ে পূর্ত দপ্তরের সঙ্গে আর কোনও মতান্তর নাই বলে মৃগাঙ্কবাবু জানান। এত সফলতার ফসল হিসাবে এবারের পুর নির্বাচনে কুড়িটির মধ্যে ষোলটি ওয়ার্ডে বামফ্রন্ট জিতবে বলে পুরপতি আমাদের সরাসরি জানান। ভাগীরথীর উভয় পারে দুটি জলাধার হয়েও জল সরবরাহ এখনও পর্যন্ত করা যাচ্ছে না কেন—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে পুরপতি রাজ্য সরকারের আর্থিক দুরবস্থার কথা তোলেন। তিনি বলেন আমরা সরকারের কাছ থেকে যে সমস্ত অর্থ উন্নয়ন খাতে ব্যয় করার জন্য পাই, তা ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানতে রেখে বেশ কিছু সুদ পেয়ে থাকি, এতে পুরসভার অর্থ ভাণ্ডারও সমৃদ্ধ হয়। এটা সম্ভব হওয়ার কারণ, যে কোন কাজের অগ্রসরতা দেখে আমাদের ঠিকাদারকে পার্ট বা কয়েক বারে টাকা দিতে হয়। ফলস্বরূপ আমরা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে একথোকে পাওয়া টাকা ব্যাঙ্কে রেখে বেশ কিছু বর্দ্ধিত করার সুযোগ পাই। এছাড়া বিগত পাঁচ বছরে আমরা পুর এলাকায় ট্যাক্স সংগ্রহের উপর জোর দিয়েও বেশ কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে পেরেছি। তা না হলে এত টাকা উন্নয়ন খাতে ব্যয় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হ'তো কিনা সন্দেহ। আর ঠিক সেই কারণেই গত ১৯৮২ সালে শহরে জল প্রকল্পের কাজ শুরু করে ১৯৯২ সালে তা শেষ করবার কথা থাকলেও বিভিন্ন আর্থিক কারণে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে আগামী এক বছরের মধ্যে আর কোন বাধা না এলে শহরের দু'পারেই ঘরে ঘরে জল পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি পুরপতি আমাদের দেন। তিনি আরও জানান জঙ্গিপুর পারে ওয়াটার সাপ্লায়ের পাইপ লাইন বসানোর কাজ প্রায় শেষ। এবার রঘুনাথগঞ্জে তা শুরু হবে। জল সরবরাহের কাজ '৮২তে শুরু হয়ে যে অর্থ বরাদ্দ ছিল, তা আজ '৯৫ সালে এসে বেশ কিছু বেশী পরিমাণে দাঁড়িয়েছে বলেও পুরপতি জানান। এছাড়া মাঝে কিছুদিন সরকারী এমবার্গোর প্যাঁচে পড়ে কাজ স্তব্ধ হয়ে যায়। এই কাজে ৬৭ শতাংশ ব্যয় সরকার এবং ৩৩ শতাংশ জীবনবীমা বহন করছেন। জীবন বীমার ৩৩ শতাংশ টাকার দীর্ঘদিন ধরে সুদ গুণতে হচ্ছে—এটাও পুরসভার কাছে একটা মস্ত মাথা ব্যথা বলে পুরপতি স্বীকার করেন। সবশেষে পুরনির্বাচনের কথায় কোন ওয়ার্ডে সবচেয়ে তাদের বেশী খাটতে হচ্ছে প্রশ্ন করলে পুরপতি ২০নং ওয়ার্ডের কথা উল্লেখ করেন। এছাড়া ৩নং এবং ৫নং ওয়ার্ডে সিপিএম এবং আর এস পির বিরুদ্ধে ফঃ ব্লকের প্রার্থী দেওয়াকে মৃগাঙ্কবাবু দুর্ভাগ্যজনক বলে বর্ণনা করেন।

**গৃহবধূ খুন** ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

শাশুড়ী মায়া মণ্ডল, খুনী সতীন তুলসী মণ্ডল ও স্বামী স্বপন মণ্ডলকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ঘটনার বিবরণে এসডিপিও ডি কে আদক আমাদের প্রতিনিধিকে জানান, দশ বছর পূর্বে নাগরীর সঙ্গে স্বপনের বিয়ে হয়। তাদের বর্তমানে চারটি ছেলে মেয়ে। আবার গত আট মাস আগে স্বপন তুলসীকে বিয়ে করে। তুলসীরও এটি দ্বিতীয় বিয়ে। তাঁরও চারটি ছেলেমেয়ে আছে। বেশকিছুদিন থেকেই তুলসী ও স্বপন নাগরীর উপর অত্যাচার চালাচ্ছিল। মাঝে গ্রামবাসীরা মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত ঘটনার দিন সকালে বচসা থেকে শুরু হয়ে শেষে নাগরী খুন হ'ন। নাগরীকে তাঁর সতীন তুলসী ঘাড়ে ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ মারে। নাগরী অচৈতন্য হয়ে পড়লে তার গায়ে কেরোসিন দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এই হত্যাকাণ্ডে স্বপন ও দেওর খোকন তুলসীকে সহায়তা করে। শেষ পর্যন্ত গ্রামবাসীদের সাহায্যে নাগরীকে স্থানীয় হাসপাতালে আনা হয় এবং থানায় খবর দিলে পুলিশ প্রথমে তুলসী, হারাধন ও মায়াকে গ্রেপ্তার করে। মৃতার স্বামী স্বপন মণ্ডল গা ঢাকা দেয়। পরদিন তাকে গ্রাম থেকেই গ্রেপ্তার করা হয়। এই ঘটনা ঐ অঞ্চলে রীতিমত চাঞ্চল্য এনেছে।

**যা খুশি করো মনোবৃত্তি** ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

বিল জমা দেওয়ার নোটিশ যাচ্ছে। প্রায় দিন সাগরদীঘি কেন্দ্রের এস, এস অফিসে থাকেন না, ফলে অন্যান্য অফিস কর্মীরা দেরী করে আসেন, সই করেই চায়ের দোকানে গিয়ে আড্ডা দেন কিংবা অফিসের মধ্যেই কাজ ফেলে তাস খেলা শুরু করেন। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করতে গেলে বিরক্ত হন। অজুহাত দেখান—'লোক নেই'। অথচ যাঁরা থাকেন তাঁরা ঠিক মতো কাজ করলে এ অসুবিধা হয় না। এই পরিস্থিতিতে জনসাধারণের ক্ষোভ ক্রমশঃ বাড়ছে। যে কোন সময় অবাঞ্ছনীয় ঘটনা ঘটতে পারে। বিভাগীয় প্রশাসনের এই মূহূর্তে হস্তক্ষেপের দাবী জানাচ্ছেন জনগণ।

**চোরা গুদাম ভস্মীভূত** ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

বহরমপুর থেকে দমকল ছুটে আসে। ততক্ষণ অবশ্য আগুন নেভানো হয়ে যায়। এতবড় অগ্নিকাণ্ড এতদঞ্চলে এর আগে হয়নি। স্থানীয় সচেতন মানুষের ক্ষোভ—কয়েক হাত দূরে তেঘরী হাসপাতালে পুলিশ ক্যাম্প থাকা সত্ত্বেও অগ্নিকাণ্ড বা মজুত তেলের ব্যাপারে কোন খোঁজ খবর নেওয়া হয়নি। স্থানীয় প্রশাসন এত কেরোসিন ও পেট্রোল ওই গৃহটিতে এলো কি করে তারও কোন অনুসন্ধান করেছেন বলে শোনা যায়নি। তবে অনুসন্ধানে জানা যায় যে ঘরটিতে কেরোসিন, পেট্রোল সিপের বিস্ফোরণ ঘটে সেই ঘরটির মালিক তেঘরীর অরুণ সাহা। স্থানীয় জনসাধারণের অভিযোগ বহুদিন ধরে ওই গৃহটি বাংলাদেশে কেরোসিন পেট্রোল চালান দেবার গোপন ঘাঁটি। এমন কি অগ্নিকাণ্ডের পরও ওই ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়নি। জাতীয় সড়কের উত্তরে বলদেব সাহার বাড়ীতে নাকি ওই গোপন ঘাঁটি নতুনভাবে কাজ করে চলেছে। সব জেনে শুনেও পুলিশ রহস্যজনকভাবে চুপচাপ


## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

চতুর্থ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞান বিভাগে যারা প্রাইভেট পড়তে চান, তারা নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

**সৈয়দ রিটু**

( শিক্ষাগত যোগ্যতা - বি-এসসি (অনার্স)

রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা

## জায়গা বিক্রয়

উমরপুর N. H 34 বহরমপুরগামী রাস্তার ডান পার্শ্বে গরুর হাট সংলগ্ন ১০ কাঠা জায়গা বিক্রয় করা হইবে।

যোগাযোগের স্থান :

**গৌতম ফার্মেসী**

রঘুনাথগঞ্জ হাসপাতাল মোড়

ফোন—৬৬২৮১

## হারাইয়াছে

গত ২০ মে, ১৯৯৫ মিয়াপুর বাজারে আমার ব্যাগ থেকে ক্রোকারী ও গ্লাস ওয়ার গুডস্ ব্যবসার একটি ব্ল্যাঙ্ক পারমিট (নং ৬৭৪৮০৫ এ) হারাইয়া গিয়াছে। কোন সহৃদয় ব্যক্তি পারমিটটি পাইলে নিম্ন ঠিকানায় ফেরৎ দিলে বিশেষভাবে বাধিত হইব।

**শ্রীধীরেন সাহা**

বাণীপুর, পোঃ ঘোড়শালা, জেলা মুর্শিদাবাদ

## জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ বাগানবাড়িতে বসতজমি কাঠামত প্লট হিসেবে বিক্রী হচ্ছে। যোগাযোগের স্থান—**বিকাশ ধর, 'মৌমিতা'** ( রেডিমেড পোষাকের দোকান ) বাগানবাড়ী, রঘুনাথগঞ্জ ফোন : ৬৬২৪৯


রঘুনাথগঞ্জ ( পিন—৭৪২২২৫ ) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।